তারিখ ... 31 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 6 ...

দৈনিক
ভোরের কাগজ

ময়মনসিংহের স্কুলছাত্ররা জড়াচ্ছে নানা অপরাধে

তন্ময় হত্যা মামলার দুই আসামি গ্রেপ্তার

মো. নজরুল ইসলাম, ময়মনসিংহ ●

স্কুলগুলোয় শিক্ষকদের শাসন শিথিল হয়ে যাওয়া এবং অভিভাবক ও পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্বহীনতায় ময়মনসিংহ অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণহীন শিক্ষার্থীরা নানা অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন শিক্ষক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা।

ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের একজন সিনিয়র শিক্ষক জানান, শিক্ষার্থীদের কোনো ধরনের শাসন করা যাবে না মর্মে সরকারি আদেশ রয়েছে। এই বিষয়টি অধিকাংশ শিক্ষার্থীও জানে। এ কারণে শিক্ষকরা কোনো শাসন করতে পারেন না শিক্ষার্থীদের। গুটিকয়েক শিক্ষার্থীর দুষ্টুমি ও অপকর্মের কারণে গোটা স্কুলের নিরীহ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। কখনো কখনো শিক্ষকরা অতিষ্ঠ হয়ে শাসন করতে চাইলে শিক্ষার্থীরা উল্টো তাদের হুমকি দেয়। ফলে শিক্ষার্থীদের দুষ্টুমি শিক্ষকদের শুধু চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

ময়মনসিংহ শহরে গত ২২ নভেম্বর বন্ধুদের ছুরিকাঘাতে খুন হয় রাশেদুজ্জামান লিয়েন (১৫) নামের এক স্কুলছাত্র। লিয়েন শহরের কেওয়াটখালী রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিল। মা-বাবার একমাত্র সন্তান লিয়েনের খুনিদের মধ্যে একই স্কুলের ছাত্রও রয়েছে। গত ১৬ ডিসেম্বর রাতে শহরের নতুন বাজার এলাকায় খুন হয় সিটি কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র ইশতিয়াক আহম্মেদ তন্ময়। তন্ময়কেও ঘটনাস্থলেই ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। যারা তন্ময়কে খুন করেছে, তারা শহরে বখাটে হিসেবে চিহ্নিত ও বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুটি খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের মধ্যে ফারাবী ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। এ ছাড়া সাগর নামের আরেকজন এ বছর শহরের অন্য একটি স্কুল থেকে মাধ্যমিক (এসএসসি) পাস করেছে। ফারাবী এর আগেও একাধিক সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িত ছিল। ময়মনসিংহের সিনিয়র সাংবাদিক এম এ মোতালেব জানান, তার ছেলের ওপর গত ১০ মে সন্ত্রাসীরা রামদা ও ছুরি নিয়ে হামলা করে। তবে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায় সে। সেই হামলায় জড়িতরা শহরের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন অভিভাবক জানান, তার স্কুলপড়ুয়া ছেলেকে একটি ছেলে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে। তিনি থানায় জিডি করেছেন। জানা গেছে, ময়মনসিংহের অনেক স্কুলেই জুনিয়র শিক্ষার্থীরা সিনিয়র শিক্ষার্থীদের হয়রানির শিকার হচ্ছে। এটা অনেকটা 'ওপেন সিক্রেট'। এ ছাড়া প্রাইভেট বা কোচিং করতে আসা শিক্ষার্থীরা নিয়মিতভাবে স্কুলের বখাটে গ্রুপের যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে।

কোতোয়ালি থানার ওসি কামরুল ইসলাম বলেন বেশিরভাগ ঘটনাই ঘটেছে বন্ধু-বান্ধবের নিজেদের মাঝে। তবে পুলিশ এসব সন্ত্রাসীর ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। এদিকে গত সোমবার জেলা পুলিশের সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এসএসসি পরীক্ষার্থী ইসতিয়াক আহমেদ তন্ময় হত্যামামলার দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সেই সঙ্গে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত ছোরা উদ্ধার করা হয়েছে। গত রোববার রাতে হালুয়াঘাট উপজেলা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার জানান, মোবাইল ফোন নিয়ে বিরোধে শহরের মফিজ উদ্দিন ইনডেস্ক প্লাজার সামনে তন্ময়কে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় আটজনকে আসামি করে কোতোয়ালি মডেল থানায় মামলা করেন নিহতের বাবা ফরিদ উদ্দিন। আসামিরা হচ্ছে– মেহেদী হাসান সাগর, রুহান ইসলাম রিয়াদ, ফারাবী, শিমুল, আল আমীন, আদনান, শুভ ও হাসান। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও তিন-চারজনকে আসামি করা হয়েছে। মূল আসামি সাগর ও রিয়াদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলেও জানান তিনি।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের ছাত্র তন্ময়ের বন্ধু ইফাত জাহান অর্ণব জানায়, তার সামনেই আসামিরা তন্ময়কে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। দুই মাস আগে আসামিরা তন্ময়ের মোবাইল ফোন কেড়ে নিতে চাইছিল। এ নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়।